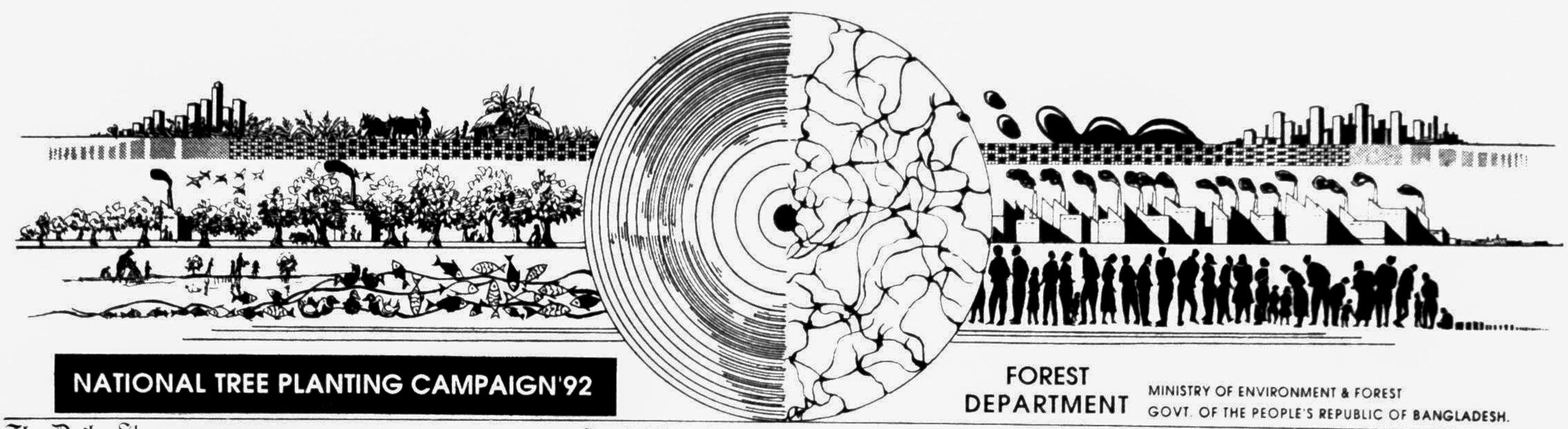

NATIONAL TREE PLANTING CAMPAIGN'92

FOREST DEPARTMENT MINISTRY OF ENVIRONMENT & FOREST
GOVT. OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH.

Forest Resources and its Development in Bangladesh

M N A Katebi
Chief Conservator of Forests Bangladesh

WITH the departure of colonial rulers, the management & development of forest resources in this part of, the then, British India, now known as Bangladesh, started getting momentum from early Seventies. In Bangladesh some three million ha of total land area, is classified as forest. The Government-owned forest areas is about two million ha; the rest consists of privately controlled village forests and homestead plantations spread throughout the country. The Government-owned forest area comprises almost 1.5 million ha of natural forests and plantations under the control of the Forest Department in the Ministry of Environment and Forests, and some 0.6 million ha of unclassed state forest administered by the Ministry of Land through local authorities.

Forest land controlled by Forest Department comprises 660,000 ha of hill forests, located in Chittagong, Cox's Bazar, Sylhet and the Chittagong Hill Tracts region; 120,000 ha of Sal forest, located in the central, part of the country; and 570,000 ha of mangrove forests, located in the deltaic zone of Sundarbans with small areas in the coastal belt of the Chittaong region. In addition, since 1965 Forest Department has established about 104,000 ha of mangrove plantations in coastal areas along the Bay of Bengal and on offshore islands.

The forests under the control of the Forest Department can be classified into the following three of forest types :

i) Hill forests
ii) Mangrove forests
iii) Plainland sal forests
iv) Hill forests : The forests in the Eastern districts fall under this category. This includes natural forests and plantations in the districts of Chittagong, Cox's Bazar, Rangamati, Bandarban, Sylhet, Habiganj and Moulvibazar. This forest type covers an area of 1.65 million acres including about 296,300 acres of plantations which have been established by replacing the existing natural forests or raising plantations on barren hilly land, starting from the fourth quarter of the last century. The hill forest is the principal source of timber, fuelwood and bamboo.

v) Mangrove forests : The mangrove forest of Bangladesh falls under two broad categories i.e. the natural mangrove forest in the southwest of Bangladesh which is commonly known as Sundarbans and the plantations of mangrove species which have been established all along the coast and in off-shore islands in the Bay of Bengal.

Sundarbans stretches as a continuous belt of mangrove forests from baleswar/haringhata river in the east to Raimangal river bordering 24-Parghana district in West Bengal in the west. This formation is the largest mangrove forest in the world and the portion of Sundarbans which falls in Bangladesh is richer in flora, fauna and productivity than the portion in West Bengal. The Sundarban forest with an area of 1.45 million acres is the most productive chunk of mangrove forest in the world. It is the source of supply of raw material to a number of industries. In addition, thousands of wood cutters, fishermen, honey, mollusc and Golpatta collectors depend on Sundarbans for their livelihood. Sundarbans is the natural habitat for a large number of wild animals including the Royal Bengal Tiger. Sundarban is one of the richest natural wildlife habitat in this part of the world.

Plantation activities in newly accreted chars in the coastal areas were initiated in the late 60s. However, intensive plantation programme was taken up in mid 1970s and so far about 250,000 acres of plantation has been established in the coastal districts. In addition to the creation of a new tree resource base, the coastal plantations protect the hinterland from cyclonic storms, tidal waves, accelerates the rate of sediment deposition and accretion, provides shelter to birds and food to fish and crustaceans. This may be mentioned here that Bangladesh was the first dountry in the world to take up massive mangrove plantation, programme. Techniques and mechanism for mangrove plantation establishment and management have been developed locally.

vi) plainland forests :

Plainland forest which is more commonly known as Sal forest is spread in small chunks over a number of plainland districts even though most of it is located in Tangail, Mymensight and Gazipur districts. According to the results of inventories carried out in early 1980s, the forests under the control of the Forest Department has a growing stock of 1607.85 million cubic feet in both natural forests and plantations. This includes 489.65 million cubic feet in mangrove forests, an estimated 45.0 million cubic feet in plainland Sal forest and 1073.2 million cubic feet in hill forests. The village forest inventory which was completed in 1981 estimated the tree growing stock at 1931.96 million cubic feet. The growing stock of bamboo in the country has been estimated at 2.58 million A D tons.

Inspite of the fact that the per capita consumption of timber and fuelwood in Bangladesh is much lower than its neighbouring countries, the gap between the actual demand and supply is large and steadily widening. The country is capable of meeting about a third of the demand of fuelwood from existing sources on a sustainable bases. It is possible to meet 70-80% of demand of timber in the country from

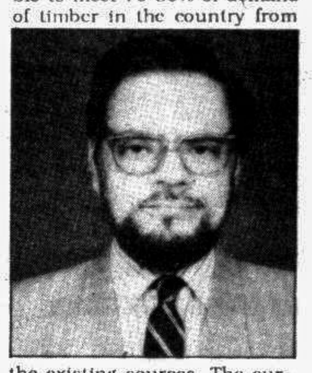

the existing sources. The current demand of bamboo can also not be met from local sources on a sustainable basis. The supply to the industries also can not be met properly unless exploitation is done beyond admissible limits causing depletion of the tree resource.

The current forestry practices leaves a lot of scope for improvement, particularly in the hill and plainland forests. The Present production level is much lower than what can

See Page 2

বাণী

গাছ প্রকৃতির মাঝে পবিত্রতার প্রতীক হয়ে বেঁচে থাকে। একটি মূল্যবান বৃক্ষ অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার নিয়ামক। উন্নত পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরাজির অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। তাই গাছ লাগাতে হবে দেশের প্রতিটি আনাচে– কানাচে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজনে বৃক্ষরোপন অভিযানকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করতে হবে। সেই লক্ষ্য সামনে রেখে এবারের বৃক্ষরোপণ অভিযানের মূল প্রতিপাদ্য 'গাছ লাগান, গাছকে, বাঁচান এবং নিজে বাঁচুন' অত্যন্ত সময়োপযোগী। এই অনুপ্রেরণায় সমগ্র দেশবাসী উজ্জীবিত হয়ে ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপণ অভিযানে অংশ গ্রহণ করবে বলে আমি আশা করি।

বিশ্বের প্রতিটি দেশে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নত পরিবেশ গড়ে তোলার প্রানান্তকর প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। যে হারে বৃক্ষ কর্তন করা হচ্ছে, সে হারে তা রোপন করা হচ্ছে না। একটি বৃক্ষের অভাব আরেকটি বৃক্ষের চারা রোপন করেই পূরণ করা সম্ভব। কেবল বর্তমানের চাহিদা মেটাতে বৃক্ষরাজিকে ধ্বংস হতে দেয়া যায় না। আগামী প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তোলার প্রয়োজনে এবং প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ বনরাজির অভাব পূরণে নতুন বনায়ন কর্মসূচীর উপর আমাদের অধিকতর গুরুত্বারোপ করতে হবে। সর্বোপরি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার সকল সমন্বিত প্রয়াস অব্যাহতভাবে এগিয়ে নিতে হবে ইপ্সিত ফলাবর্তনের প্রত্যাশায়।

আমাদের আজকের অঙ্গীকার গাছপালার নির্বিচার নিধন রোধ করে বৃক্ষরোপন অভিযান সাফল্যমন্ডিত করা। এই অঙ্গীকার পূরণ করে আমরা গড়ে তুলব সুন্দর ও মোহনীয় প্রাকৃতিক পরিবেশ। আমি দেশব্যাপী বৃক্ষরোপন অভিযানের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

আবদুর রহমান বিশ্বাস
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

দেশে ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপন ও সংরক্ষণের আন্দোলন শুরু করা হয়েছে। মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এদেশের ১১ কোটি মানুষের প্রত্যেককে অন্ততঃ একটি করে গাছ লাগিয়ে তাকে বড় করে তোলার উদাত্ত আহবান রেখেছেন। আমরা সেই আহবানে সাড়া দিয়ে বৃক্ষরোপণের জন্য ব্যাপক অভিযান আরম্ভ করেছি।

বর্তমান সরকার বিশ্বাস করে যে জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস এবং জনগণকে যতক্ষন পর্যন্ত সরকারের গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত করে তাদের সরাসরি অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত সরকারী কর্মসূচী জনগণের কার্যক্রমে পরিনত হয় না। আজকে তাই আমরা আমাদের বৃক্ষরোপন কার্যক্রমে জনগনকে সম্পৃক্ত করে একে একটি গণমুখী সামাজিক আন্দোলনে রূপ দিতে চাই।

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দরিদ্র দেশ। এদেশ প্রাকৃতিক সম্পদে ততটা সমৃদ্ধ নয়। তবে আমাদের রয়েছে উর্বর মাটি এবং অনুকূল আবহাওয়া। জনশক্তি এবং উর্বর ভূমিকার উপযুক্ত ব্যবহার করলে আমরা ব্যাপকভাবে গাছপালা লাগিয়ে এদেশকে বৃক্ষ সম্পদে আরো ভরে তুলতে পারি। দেশের বনাঞ্চল ছাড়াও শহরে ও গ্রামে গঞ্জে সর্বত্র বৃক্ষায়ন কর্মসূচীর উন্নয়নের শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করা ছাড়া আমাদের কোন গত্যন্তর নাই।

যে কোন উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য প্রয়োজন ঐ বিষয়ে গণ সচেতনতা সৃষ্টি। সকলের মধ্যে পরিবেশ ও প্রতিবেশ সম্পর্কিত সমস্যার গভীরতার এবং তা সমাধানের উপায় সম্পর্কিত জ্ঞান ও উপলব্ধি আমাদের বাস্তব কর্মসূচীকে সফল হতে সাহায্য করবে।

আসুন আমাদের আজকের অঙ্গীকার হোন আমরা প্রত্যেকে একটি করে চারা লাগিয়ে তাকে পরিচর্যা ও সংরক্ষনের মাধ্যমে মহিরুহে পরিণত করবো।

আবদুল্লাহ–আল– নোমান
মন্ত্রী
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

Message

Environmental degradation is the biggest problem of today's world. Bangladesh is also a victim of this disaster. Our huge population and poverty are the prime causes of environmental pollution. Large scale reduction of forest is also causing damage to our environmental equilibrium and creating adverse effect on the climatic cycle. Drought, soil erosion, infertility, desertification, reduction in the navigability of our river system, flood, cyclone and tidal-bores are the ill-effects of forest destruction. On account of ruthless destruction of forests and trees, our overall national resources registered a downward trend. Our very existence has become threatened. So, in the context of worldwide adverse environmental situation and in the backdrop of the recently concluded "Earth Summit" in Brazil, the country-wide national tree plantation campaign from July 1 assumes an enormous importance for us.

Trees play an ameliorating role in the preservation and improvement of environment. Trees play a vital role in lowering the rising temperature on account of "Green House Effect" and other causes. Trees also bring down the intensity of natural calamities. That is why, side-by-side with other programmes, we are attaching highest priority to the afforestation programme in order to bring about environmental equilibrium. I believe, the tree plantation drive will make effective contribution to the maintenance of environmental balance and increasing the resources of the country.

Tree plantation campaign is our national programme. Political commitment is indispensable to make it a success. In the past such campaigns did not achieve the desired success because of lack of political will of the Government. But a democratic structure of government is now prevalent in the country.

In this democratic frame-work, the Government and the Opposition are equally committed. We must therefore work unitedly to implement this programme irrespective of political and party affiliation and opinion. Tree planting has to be done in the homestead and its surroundings. More plantings have to be done on the banks of the tanks, along roads and highways, railways, embankments and canal banks and also on the recently surfaced new islands adjoining coastal zones. The teachers, students and the social workers can play a vital role to carry through the campaign by planting trees in the compounds of educational, religious and cultural institutions. I also urge upon the non-government organisations to play their proper role in this field.

We shall have to take a fresh vow today to develop our forest resource and to preserve ecological balance in the country. Let us make united efforts to build a secure, beautiful and environmentally sound self-reliant Bangladesh for our posterity. Let us transform the tree plantation and afforestation programme into a national movement.

I wish the country-wide tree plantation campaign all success.

Khaleda Zia
Prime Minister
Government of the People's Republic of Bangladesh

বাণী

বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সম্পর্কিত গভীর উদ্বেগ ও ব্যাপক কর্মকান্ডের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার বনায়ন কর্মসূচীকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। দেশের পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য মোট ভূমির শতকরা ২৫ ভাগ বৃক্ষাচ্ছাদিত থাকা আবশ্যক। বাংলাদেশে বর্তমানে বৃক্ষাচ্ছাদিত বনভূমির পরিমান ১০% এর কম। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের প্রয়োজনে ও জ্বালানীর প্রয়োজন মেটাতে গ্রামাঞ্চলে গাছের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। দেশের বনজসম্পদ হ্রাস পাওয়ার ফলে বৃষ্টিপাত কমে যাচ্ছে এবং উত্তর বংগের বরেন্দ্র অঞ্চলে মরুকরণ ত্বরান্বিত হচ্ছে। পাহাড়ী এলাকায় ভূমিধ্বস বাড়ছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান বাড়ছে। অববাহিকায় বনাঞ্চল হ্রাস পাওয়ায় বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভূগর্ভস্থ পানির স্তর অনেক নীচে নেমে যাওয়ার শুকনো মৌসুমে কোন কোন এলাকায় নলকূপের সাহায্যে সহজে পানি পাওয়া যাচ্ছে না।

এই প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশে পরিবেশ রক্ষার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজন বৃক্ষরোপণ ও তা সংরক্ষণ। গাছপালা ও মানুষের সহঅবস্থান একে অন্যের পরিপূরক। গাছপালার সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে মানুষের অসুখ বিসুখ কম হবে ও মানুষ দীর্ঘায়ু হবে। তাই আমাদের গ্রামঞ্চলে ও শহরের রাস্তা-ঘাট, বাড়ী-ঘরের পাশে গাছপালা লাগাতে হবে ও বাঁচাতে হবে।

আজ দেশের সকল স্তরের জনগনকে এ সত্য উপলব্ধি করতে হবে এবং সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বনায়নের মাধ্যমে এই দেশের পরিবেশ ও প্রতিবেশ আরও সুন্দর ও বিশুদ্ধ করে গড়ে তুলতে হবে, সেটাই হোক আমাদের সুদৃঢ় অংগীকার।

মোঃ আবদুর রশীদ
সচিব
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

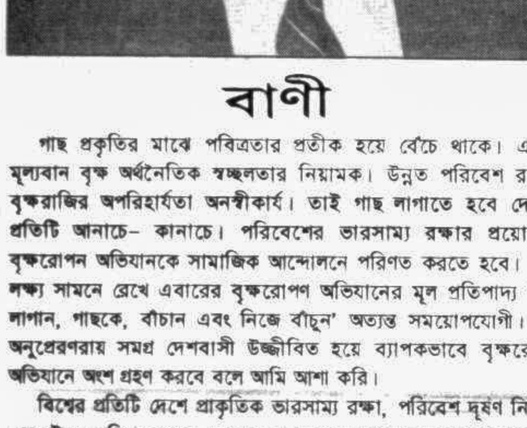

বাণী

বিশ পরিবেশ আজ বিপর্যয়ের সম্মুখীন। লাগামহীনভাবে নিরক্ষীয় বনাঞ্চলের ধ্বংস পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি, আবহাওয়া মন্ডল রক্ষাকারী ওজোন স্তরের ক্ষয় প্রাকৃতিক পরিবেশকে এক বিপর্যস্ত পর্যায়ে এনেছে। নিরক্ষীয় বনভূমির ক্রম বিলুপ্তি পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার সাথে সাথে বিশ্ব থেকে বহু প্রজাতির বৃক্ষ ও প্রাণীর বিলুপ্তি ঘটাচ্ছে। বিশ্বব্যাপী প্রতিদিন প্রায় ১৫,০০০ হেক্টর বনভূমি বিলুপ্তি ঘটছে – যেখানে নতুন বন সৃজন করা হচ্ছে মাত্র ১০০০ হেক্টরে।

একথা সর্বজন বিদিত যে বিশ্বের বৃক্ষ সম্পদের এহেন অবস্থার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অবস্থা সঙ্গীন। বাংলাদেশের বনভূমির পরিমাণ অত্যন্ত সীমিত। দেশের মধ্যাঞ্চল এবং উত্তর পশ্চিমাংশে বনভূমির পরিমান খুবই অল্প। এই সমস্যা নিরসনে বাংলাদেশে বনায়ন কর্মসূচী বন আচ্ছাদিত এলাকা সম্প্রসারণে সহায়ক নিঃসন্দেহে। তাই বৃক্ষরোপন অভিযান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার উন্নয়ন কর্মকান্ডে বৃক্ষরোপন কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষনকে সম্পৃক্ত করার যে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করছে আমি আশা করি যে তা দেশব্যাপী বৃক্ষরোপন কার্যক্রমকে পারিবারিক, সামাজিক তথা জাতীয় আন্দোলনরূপ দেবে। আসুন আমাদের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর ডাকে সাড়া দিয়ে অধিক গাছ লাগাই– দেশকে সমৃদ্ধ করে তুলি বন সম্পদে এবং বিশ্ব বনকে বিস্তৃত করি।

গয়েশ্বর চন্দ্র রায়
প্রতিমন্ত্রী
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

Social Forestry—A Development Strategy

Ali Akbar Bhuiyan
Project Director,
Upazila Banayan and Nursery Prakalpa

SOCIAL Forestry (SF) is primarily an innovation of and for developing countries, evolved as a social strategy for growing and conserving wood resources in intensively human interfered situation. SF is indeed a very recent terminology in the realm of forestry practices and universally agreed definition is yet to emerge. However, the most widely accepted and understood definition of SF explains it as 'Forestry and tree growing activities which intimately involves local people in planning, implementation and owning or sharing benefits arising out of such plantation activities' — (FAO).

SF thus envisages a spectrum of situations ranging from woodlots in areas which are sort of wood and other forest products for local needs, through the growing of trees at the farm level to provide cash crops and raw materials for the processing of forest products at the household, artisan or small industry level to generate income, to the activities of forest dwelling communities.

Why Social Forestry?

The forestry situation in many countries in turning from bad to worse and the rate

at which destruction of forest resources took place had been much faster than the contemporary attempts of rehabilitation, and as such restoration to even original status is largely in default, while the population is constantly on the increase with consequent increased demand. In other situations, current effort towards rehabilitation is being frustrated by the growing population, both for land and products and as a result, investment and efforts tend to be a total waste. Bangladesh is confronting both the situations. In such alarming circumstances, SF programme, as a self-defense mechanism, is required inter alia on three pressing accounts viz., as attempts to:

i) readily create resources at the uses level,
ii) Alleviate rural poverty through tree growing activity, and
iii) create a 'Buffer Zone' resources to save the traditional forestry from the wrath of hungry population.

To be pragmatic, the total forestry activity in the context of Bangladesh should have a social forestry bias because of the unique status of population magnitude and meagre forest land with seemingly uncontrollable protection problem. The mode and degree of people's participation, of course, have got to be sorted out on the basis of situations and experiences with SF programmes, but this is a reality to which statesman, planners and foresters must keep their minds open. It must be appreciated that as long as efforts to create new wealth falls short of the minimum current demand and annual growths thereto, constant depletion of resources will be hard to arrest, unless and until people themselves resolved to protect such resources based on their understanding of the overall situ-

See Page 2